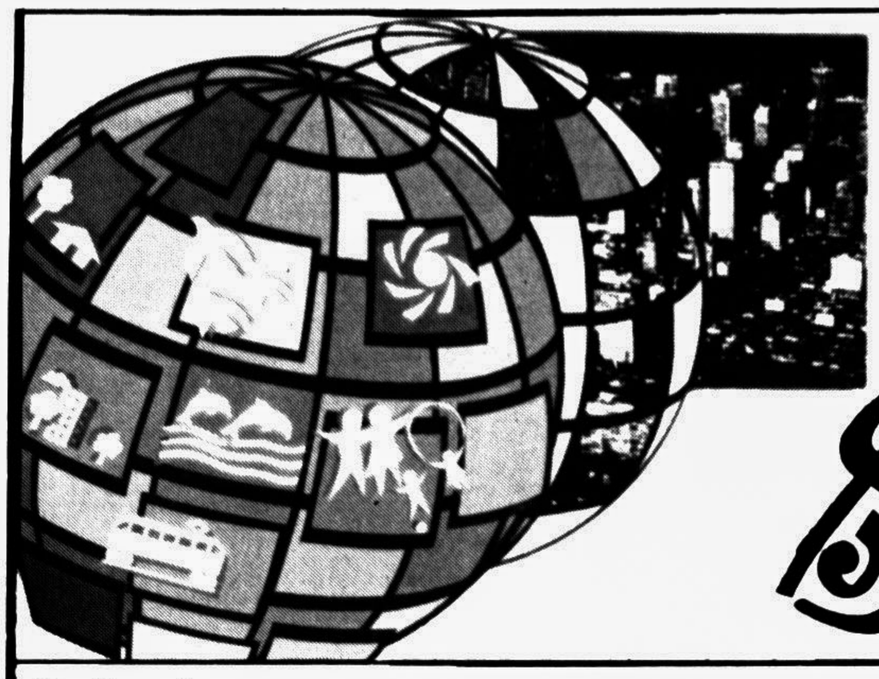

বিশ্ব বসতি দিবস'৯৭

৬ অক্টোবর ১৯৯৭

ভবিষ্যৎ নগরী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

The Daily Star *Special Supplement* October 6, 1997

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভারটাইজিং

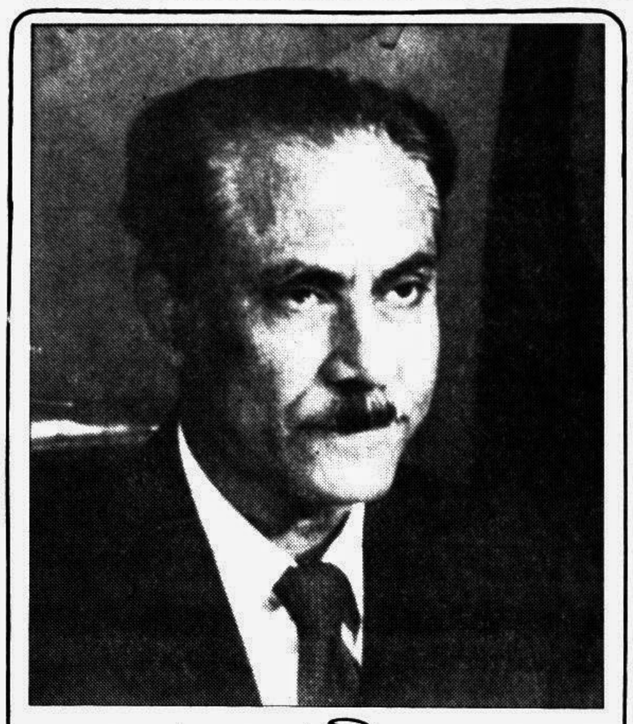

বাণী

বিশ্বে দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের শহরগুলোর কাঙ্খিত রূপ নির্ধারণের লক্ষ্যে 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ভবিষ্যৎ নগরী' যথাযথ বলে আমি মনে করি।

দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শহরে বসবাস করে। প্রতিটি শহরকে তাই আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও আগামী শতাব্দীর বসবাস উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগ। এ লক্ষ্যে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী ও গবেষকদের কাছ থেকে জাতি দিক নির্দেশনা পাবে বলে আমি আশা করি।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস '৯৭-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Message from UNCHS

on the occasion of World Habitat Day, Monday, 6 October 1997

Imagine a city without fear, a city whose streets can be walked freely by all, young and old, a city where landscapes offer relief from concrete and asphalt, a city with no homeless people, a city where water is available to all, rich and poor alike, a city where creativity and innovation flourish and where every citizen is allowed to exercise his/her rights freely. Now look around you. Is your city anything like the one you just imagined?

The theme for this year's World Habitat Day '97 "Future Cities" - offers citizens of cities around the globe on opportunity to reflect on the problems and challenges facing their own cities and on how these problems can be overcome to make these cities more equitable, just and sustainable.

World Habitat Day this year also gives Governments and their partners an opportunity to assess progress made in carrying forward the commitments made at the second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), held in Istanbul, Turkey, in June last year. The adoption of the Habitat Agenda (Global Plan of Action) by the World's Governments at the Istanbul Conference was not just an expression of good intent, but a practical roadmap to the future of the predominantly urban world of the 21st century. The Habitat Agenda is a global call to action which offers a positive vision of "Future Cities" sustainable human settlements where all have adequate shelter, a healthy and safe environment, basic services, and productive and free-chosen employment.

Turning this vision into reality requires cooperative effort on the part of all members of society. Governments cannot do it alone; cities cannot do it alone. We are all in this together. The actual job of creating sustainable healthy, urban centers requires a wide range of actors, starting with city officials but cutting through various strata to all aspects of civil society - the private sector, women and youth groups, coalitions of the elderly, foundations, labour unions, academies of science, professional and research groups, just to mention a few.

One year after the Istanbul conference, it is time for us to see how far this vision has become part of reality. World Habitat Day is, therefore, an apt occasion to see how much work has been done and how much remains to be done in making the cities of the future - and the present - livable and sustainable.

বাণী

জাতিসংঘের মানব বসতি কেন্দ্র 'হ্যাবিট্যাট' এর আহবানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৯৯৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনের ঘোষণার আলোকে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'Future Cities (আগামীদিনের নগরী)' অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের সকল নগর-জনপদে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, পার্ক ও উদ্যান এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ অত্যাবশ্যকীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আশা করি, এসব গণমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও সরকারের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস- ৯৭' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভবিষ্যতের নগরী

নজরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
পরিচালক, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

বিশ্বের জনসংখ্যা এখনো অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলছে। বাড়ছে এর নগরীয় জনসংখ্যাও। একবিংশ শতাব্দী শুরু হতে না হতেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬০০ কোটিতে আর ২০৫০ সালে তা হবে প্রায় ১০০০ কোটি বা ১০ বিলিয়ন। এখুনি বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নগরবাসী, আর কিছু দিনের মধ্যেই এ বিশ্ব পরিচিত হবে এক নগরায়িত গ্রহ হিসেবে। অবশ্য আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু কিছু দেশ বা অঞ্চল আরো কিছুকাল গ্রাম-প্রধানই থাকবে। তবে ২০৫০ সালের মধ্যে এই দুই মহাদেশের অধিকাংশ মানুষ শহরবাসী হয়ে পড়বে।

ক্রমাগত নগরায়ণের মাত্রা বাড়ছে, মানে সারা বিশ্বে শহর নগরের সংখ্যাও বাড়ছে, বাড়ছে বড় শহরের সংখ্যা, মিলিয়ন সিটি, মেগাসিটি, গ্লোবাল সিটি-এসবেরও সংখ্যা। আর ছোট ও মাঝারী শহরের সংখ্যাও। বর্তমানে পৃথিবীতে ১ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত মিলিয়ন সিটির সংখ্যাই ২৮০-এর উপর আর ৫ মিলিয়ন বা আরো বেশী জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেগাসিটির সংখ্যা ৩০ এর উপর।

মানবজাতির বর্ধিত হারে শহরবাসী হয়ে উঠার মৌলিক কারণ অবশ্যই শহরের অর্থনৈতিক শক্তি ও আকর্ষণ। অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধাও আকর্ষণ বটে। তবে নগরায়ণের ফলাফল যে অবিমিশ্রভাবে ইতিবাচক, তা বলা যায় না। পরিকল্পনার অভাব, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নগরায়ণের ফলাফল শুভ হয়নি। বরং দেখা দিয়েছে নানাবিধ পরিবেশগত বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয়, আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি এবং সার্বিক এক অস্বস্থিকর ও দুঃসহ পরিস্থিতি। বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও পল্লী ও নগর উভয় এলাকাতেই বিরাজমান দেখা যায় ব্যাপক হারে দারিদ্র। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সাম্য বা সমতার দিকটি খুব একটা প্রাধান্য পায় না।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের নগরায়ণ ধারায় মহানগরের বিকাশ ও এদের প্রবল প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে আবার বিশালাকার শহর বা মেগাসিটি সমূহের আধিপত্য রয়েছে। তবে নতুন প্রবণতা হচ্ছে অধিকাংশ মেগাসিটির বৃদ্ধিহার কমে যাচ্ছে, এমনকি প্রায় স্থির হয়ে যাচ্ছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বেই এমনটি হচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোন কোন মেগাসিটি, যেমন ঢাকা, করাচী, জাকার্তা, ব্যাংকক, ম্যানিলা, এখনো বেড়ে চলেছে। এগুলোর বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরা প্রয়োজন। বিকল্প হিসেবে ভবিষ্যতের নগরী হতে পারে ছোট ও মাঝারী আয়তনের। সেদিকেই নজর দিতে হবে। সারা বিশ্বের পটভূমিতেই একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য ছোট ও মাঝারী শহরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া আরো বেশী যুক্তিযুক্ত কৌশল। এসব শহরের ভৌত অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। ৮০-এর দশকে এরকম দৃষ্টিভংগী থেকে সকল জেলা ও অধিকাংশ থানা বা উপজেলা শহরের ভৌত নগর পরিকল্পনা বা মাষ্টার প্ল্যানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতও করা হয়েছিল। কিন্তু যে কাজটি হয়নি, তাহলো সেসব মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। তবে কোন কোন শহরে বেশ কাজ হচ্ছে।

পরিকল্পিতভাবে সুচারু, সুন্দর, দক্ষ শহর গড়ে তুলতে হলে একাধারে স্থানীয় পৌর সরকারকে জোরদার করতে হবে, নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতে হবে এবং পাশাপাশি জনগণকে পরিকল্পনা ও উন্নয়নে অংশীদার করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি শহরের নিজস্ব পরিকল্পনা বিভাগ ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল থাকতে হবে।

মাঝারী কিংবা ছোট শহরগুলো শুধু প্রশাসনিক কিংবা সামাজিক সেবা কেন্দ্রই নয়, বরং এগুলোকে গড়ে তুলতে হবে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এক একটি শহরের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ভবিষ্যতের নগরীরূপে মাঝারী ও ছোট শহরের দিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে গেলেও মেগাসিটি ঢাকা কিংবা অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহর, যেমন-চট্টগ্রাম, খুলনা কিংবা রাজশাহীর কথাও খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকার কথা। হাজার চেষ্টা করলেও আরো দশ-পনেরো বছরের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিরাটভাবে কমানো যাবে না। অন্ততঃ বৃহত্তর ঢাকায় তা বাড়তেই থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে ঢাকাকে বসবাসযোগ্য রাখতে কেন্দ্রীয় শহর এলাকার উপর চাপ কমানো। এটা একমাত্র সম্ভব আশেপাশের ছোট শহরগুলোতে সুযোগ বাড়িয়ে বিশ তিরিশটি উপ-শহর তৈরী করে এবং আশেপাশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সুযোগ বাড়িয়ে মহানগরের পরিপূরক করে তুলে। ভবিষ্যতের নগরী কিংবা নগর সভ্যতা অনেকটা নির্ভরশীল হবে টেলিযোগাযোগের উপর। উন্নত কম্যুটিং ব্যবস্থা ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মহানগরের কেন্দ্রীয় শহর এলাকার উপর চাপ কমাতে পারে।

আমাদের দেশের ভবিষ্যতের নগরী পরিবেশগতভাবে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকে টেকসই, স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর হোক, এটাই আমরা সবাই চাই, তবে এসব আকাঙ্খা তখনই পুরণ হবে যখন উন্নয়ন সুসমন্বিত পরিকল্পনা ও জনগনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। এজন্য একটি সুচিন্তিত জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা থাকা উচিত এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুদৃঢ় সদিচ্ছাও থাকা উচিত। ভবিষ্যতের নগরী এ দুয়ের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

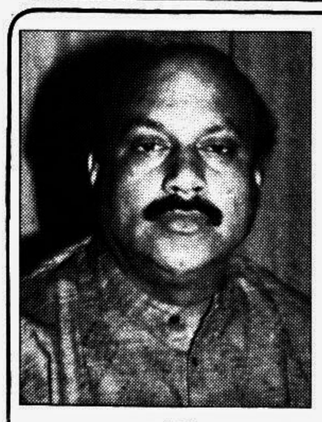

বাণী

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সকল স্তরের জনগণের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় গ্রামাঞ্চল থেকে জীবিকার অন্বেষণে কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অব্যাহতভাবে নগরে আসছে। ফলে নগরীতে অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত বসতি গড়ে উঠছে। নগরাঞ্চলের অসংগতিপূর্ণ স্ফীতিমূলক এ পরিস্থিতি বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশেরই সাধারণ সমস্যা এবং এর প্রকটতা উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিক। এমতাবস্থায় আগামীদিনের নগরসমূহ যাতে মানুষের বসবাসোপযোগী হিসেবে টিকে থাকতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ পরিসরে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নগরে বিস্ফোরনোন্মুখ জনসংখ্যা, মৌলিক চাহিদাবলীর অপর্যাপ্ততা, দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যা-পীড়িত বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্র (হ্যাবিটাট) কর্তৃক ঘোষিত "Future Cities" অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নগরী শ্লোগানটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও নগরগুলোর বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকন করে উৎকণ্ঠা বোধ করছে এবং দেশের নগরাঞ্চলসমূহের আসন্ন আশংকাজনক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সুক্ষ্ম বিবেচনা এবং দূরদর্শিতার আলোকে সম্প্রতি বর্ধিত অবয়বে প্রণীত রাজধানী শহর ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন নগরীর জন্য ষ্ট্রাকচার প্লান প্রণয়ন উদ্যোগসমূহের অন্যতম, তবে কাঙ্খিত সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান আইনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রদ্ধাবোধ। কাগজে লিখিত বিধি নিষেধ বাস্তব পর্যায়ে অনুসৃত হলেই আমাদের প্রতি বছর এ দিনে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন সার্থক হবে।

ধরিত্রীর সর্বত্র উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের এ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের নগর ও নাগরিক জীবনকে শংকামুক্ত রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি সমন্বিত প্রয়াস নেয়া হোক তাই কামনা করছি।

আমি বিশ্ব বসতি দিবসের সার্বিক সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী।

খোদাহাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ নাসিম
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
এবং
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

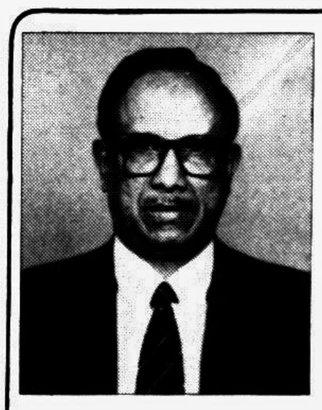

বাণী

আজ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস '৯৭। ১৯৮৬ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের গৃহহীন মানুষের আশ্রয়ের বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত সকল দেশে 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালিত হচ্ছে। এ'বছর এ'দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Future Cities" অর্থাৎ "ভবিষ্যৎ নগরী"।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২৭০ কোটি মানুষ নগরবাসী। ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী শতাব্দীর প্রথম দিকে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী জনসংখ্যা নগরে বাস করবে। ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ লোক শহরে বাস করবে। নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেশে ছোট-বড় শহর, নগর ও মহানগর সমূহে কেবল সংকটই সৃষ্টি করছে না বরং পরিবেশ দূষণ এবং সামাজিক অবক্ষয়ও বাড়িয়ে তুলছে।

প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূর্যোগে পতিত হয়ে থাকে। আর এ দূর্যোগ কবলিত ও নদী ভাংগনের শিকার গৃহহীন ও ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠি বড় বড় শহর তথা রাজধানী ঢাকায় আশ্রয় নিচ্ছে। অপর দিকে দেশের মধ্যম ও ছোট আকারের শহরগুলোর অর্থনীতি বিকশিত না হওয়ায় সুষ্ঠু নগরায়ণ বাধা পাচ্ছে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে দেশের রাজধানীসহ অন্যান্য শহরগুলোর উপর। ভবিষ্যত 'মেগাসিটি' আজ জনসংখ্যার চাপে নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাই, এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Future Cities" অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নগরী" বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমাদের বড় বড় শহরগুলোর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ বিশাল নগরায়িত জনগোষ্ঠির কথা স্মরণ রেখে পর্যাপ্ত সেবা সুবিধাসমূহ সন্নিবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাঝারি ও ছোট শহরের ভূমি ব্যবহারের জন্য এখনই সুষ্ঠু নীতির আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরী। তাছাড়া, দরিদ্র ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর আবাসন উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে 'স্বল্প ব্যয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি' সমূহ কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশের সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিকগুলোর প্রতিও বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস '৯৭ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

এম,এ,এম জিয়াউদ্দীন
সচিব
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৌজন্যেঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ